খেলাধুলায় শিষ্টাচার

সুব্রত রায়

সম্প্রতি ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি চা পানের বিরতির আগে রান আউট হওয়া ব্যাটসম্যানকে ইংল্যাণ্ড অধিনায়কের অনুরোধে রান আউটের আবেদন প্রত্যাহার করে চা পানের পরে আবার ব্যাট করতে দেবার অনুমতি দিতে আম্পায়ারকে অনুরোধ করেন। এ নিয়ে খবরের কাগজে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। ঘটনাটা এই রকম - চা পানের বিরতির ঠিক আগে আম্পায়ার চা পানের বিরতি ঘোষণা করেছেন ভেবে ইয়ান বেল ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তখনও খেলা চলছে এবং বল ডেড নয়। সেই সুযোগে তাঁকে রান আউট করে দেওয়া হয় এবং সঙ্গত কারণে আম্পায়ার তাকে আউট বলে ঘোষণা করেন। এ কথা ঠিক রান আউট হওয়ার সময় বেল রান নেবার কোনো চেষ্টা করছিলেন না। ক্রিকেটের নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে সীমানার বাইরে চলে যাবার পর তাঁকে আবার ব্যাট করতে ফিরিয়ে আনা যায় না। তার আগের দিন হরভজন সিং-এর ব্যাটে লেগে বল পায়ে লাগলে ইংরেজরা আউটের আবেদন করে এবং আম্পায়ার LBW হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। ইংরেজরা হরভজনকে ফিরিয়ে আনার কোনো উদ্যোগ দেখায় নি।

শিষ্টাচার এক সময় খেলাধুলার অঙ্গ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কিন্তু যেন-তেন-প্রকারেণ জিততে হবে এই আদর্শে অধিকাংশ খেলোয়াড় বিশ্বাসী ছিলেন না। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অলিম্পিকের আদর্শ তৈরি হয়েছিলো - The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part, the essential thing in life is not conquering but fighting well। অলিম্পিকের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় পালতোলা নৌকার দৌড়ে নিশ্চিত জয়ের মুহূর্তে পিছনের ডুবন্ত প্রতিযোগীর প্রাণ বাঁচানো অলিম্পিক মেডেলের চেয়ে বড় মনে হয়েছে। কিম্বা ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে দেখা যায় লঙ জ্যাম্পের হিটে প্রায় বাতিল হয়ে যাওয়া আমেরিকান প্রতিযোগী জেসি ওয়েন্সকে তার প্রধান জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী লুৎস লঙ বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছে যাতে ওয়েন্স ফাইনালে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে ওয়েন্স সোনা ও লঙ রূপো পান।

খেলাধুলোয় পেশাদারিত্ব প্রবেশ করার ফলে এই শিষ্টাচার ক্রমশ কমে আসতে সুরু করেছে। গালাগালি, গায়ে থুতু দেওয়া, রেফারির চোখ এড়িয়ে চোরাগোপ্তা ঘুষির কথা এখন খুব শোনা যায়। অবশ্য মনে রাখতে হবে শিষ্টাচারের সংজ্ঞা যে কি সে বিষয়ে কিঞ্চিত মতভেদ আছে। ক্রিকেট মাঠ থেকে দু-একটা ঘটনার কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

১৯৩০ সাল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে খেলতে এসেছে। সকলের চোখ একজনের দিকে। তার নাম ডন ব্র্যাডম্যান। মে মাসের মধ্যে এক হাজার রান করা এক বিরল কৃতিত্বের পরিচয়। তখনও পর্যন্ত মাত্র চারজন ইংরেজ এই কৃতিত্বের অধিকারী, কোনো অস্ট্রেলিয়ান এই গৌরব অর্জন করতে পারে নি।

২৮-২৯ মে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলা, ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের মাঠে। ৭৮ রান করতে হবে এই অবস্থায় ব্র্যাডম্যান ৩২ রান করে আউট হয়ে গেলেন। অস্ট্রেলিয়া জিতলো এক ইনিংস ও ১৭৮ রানে, তাই এই খেলায় ব্র্যাডম্যান আর দ্বিতীয়বার ব্যাট করার সুযোগ পেলেন না। পরের খেলা হ্যাম্পশায়ারের সঙ্গে ৩১ মে-২রা জুন। হ্যাম্পশায়ারের ক্যাপ্টেন ইংরেজ সভাকবি লর্ড টেনিসনের পৌত্র লর্ড টেনিসন টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্র্যাডম্যান তখন হাজার রান করার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু গ্রিমেটের দুর্দান্ত বোলিং-এ বিকেল সাড়ে তিনটের সময় হ্যাম্পশায়ারের ইনিংস ১৫১ রানে শেষ হয়ে গেল। গ্রিমেট ২০.৪ ওভার বল করে ৩৯ রান দিয়ে ৭জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিলেন। ব্র্যাডম্যান সাধারণত তিন নম্বরে ব্যাট করতে আসেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন বিল উডফুল নিজের জায়গা ছেড়ে ব্র্যাডম্যানকে ওপেন করতে বললেন। খেলার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। ব্র্যাডম্যানের যখন আর সাত রান বাকি তখন জোরে বৃষ্টি নামলো। লর্ড টেনিসন সেই বৃষ্টির মধ্যে আর এক ওভার খেলা চালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন, ব্র্যাডম্যানকে এক হাজার রান করার সুযোগ দেবার জন্য। নিউম্যানের হাতে বল তুলে দিয়ে তাঁকে টেনিসন কিছু নির্দেশ দিলেন। টেনিসন ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্রিকেট ঐতিহাসিকরা তা লিপিবদ্ধ করেন নি। তবে পরের দুটো বল দেখে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। নিউম্যানের প্রথম বল, লেগ-স্ট্যাম্পের বাইরে ফুলটস। ব্র্যাডম্যান পুল করে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। পরের বল লঙ-হপ, ব্র্যাডম্যান সেটাকেও পুল করে সীমানা পার করে দিলেন। গ্রিমেটের অসাধারণ বোলিং, উডফুল, টেনিসন আর নিউম্যানের খেলোয়াড়ি মনোভাবের জন্যই ব্র্যাডম্যানের মে মাসের মধ্যে এক হাজার রান করা সম্ভব হলো।

১৯৪৭-৪৮ সালে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেছে। প্রথম দুটো টেস্টে ভিন্নু মানকাদ লিন্ডোয়ালের বলে আউট হন যথাক্রমে ০, ৭, ৫, ৫ রান করে। তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিন খেলার পর সন্ধ্যার সময় একটা পার্টিতে মানকাদ লিন্ডোয়ালকে জিজ্ঞাসা করলেন তার কি ভুল হচ্ছে। লিন্ডোয়াল জবাব দিলেন - ব্যাটটা বড্ড বেশি তুলছো, back lift কমাও। মানকাদ এই উপদেশ গ্রহণ কোরে সেই খেলায় ১৩৫ মিনিটে সেঞ্চুরি করেন এবং খেলার মধ্যে বেশ কয়েকবার লিন্ডোয়ালকে জিজ্ঞাসা করেন তার ব্যাট ঠিক তোলা হচ্ছে কিনা। শুধু তাই নয়। শেষ টেস্টে মানকাদ আবার সেঞ্চুরি করেন। এর পাশাপাশি ঐ সিরিজে আর একটি খেলার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বিল ব্রাউন বল করার আগে বার বার বোলারের দিকের ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসছিলেন তখন একবার সতর্ক করার পর মানকাদ তাকে রান আউট করে দেন। সাংবাদিকরা মানকাদের এই অখেলোয়াড়ি মনোভাবের সমালোচনা করে এই ধরণের আউট বর্ণনা করার জন্য নতুন ইংরাজি শব্দ তৈরি করেন - mankaded। কিন্তু এ কথা কারুর বোধহয় মনে হয় নি যে বল করার আগে নন-স্ট্রাইকার যদি ২ গজ এগিয়ে যায় তাহলে রান নেবার সময় তাঁকে ২ গজ কম ছুটতে হবে। এটা কেন অখেলোয়াড়ি মনোভাব বা চিটিং বলে গণ্য করা হবে না।

August, 2011